বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ০৩/ ২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ০৩/ ২০২১

সূচিপত্র

বিবরণ		
ক্রমিক নম্বর	**প্রথম অংশ**	**পৃষ্ঠা নম্বর**
১.	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	৩
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	১০
৪.	শব্দ সংক্ষেপ	১১
	অধ্যায়-২	
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৭
৬.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৯

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ১৩টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখ : .... বঙ্গাব্দ
২০/৮/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের আয়-ব্যয় এর ওপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা এবং উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি :

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসআরও নম্বর-৬২/আইন/২০১৭, তারিখ: ১৬-০৩-২০১৭ খ্রি: এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ নামে দু'টি বিভাগ গঠিত হয়। সকল জনগণের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন ৪২টি লক্ষ্য বাস্তবায়নের কর্মসূচী রয়েছে। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের আওতায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ, সিভিল সার্জন অফিসসমূহ, জেনারেল হাসপাতাল ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহ, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহ ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ স্বাস্থ্য সেবা খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ :

সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত পরিবার পরিকল্পনা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে প্রতিষ্ঠানটি স্বাস্থ্য শিক্ষা, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য সাশ্রয়ী ও গুণগত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করে আসছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- অধীনস্থ অফিসসমূহের কার্যক্রম মনিটর করা।
- সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা।
- বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদান।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্বাস্থ্য সচেতন করা।
- সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

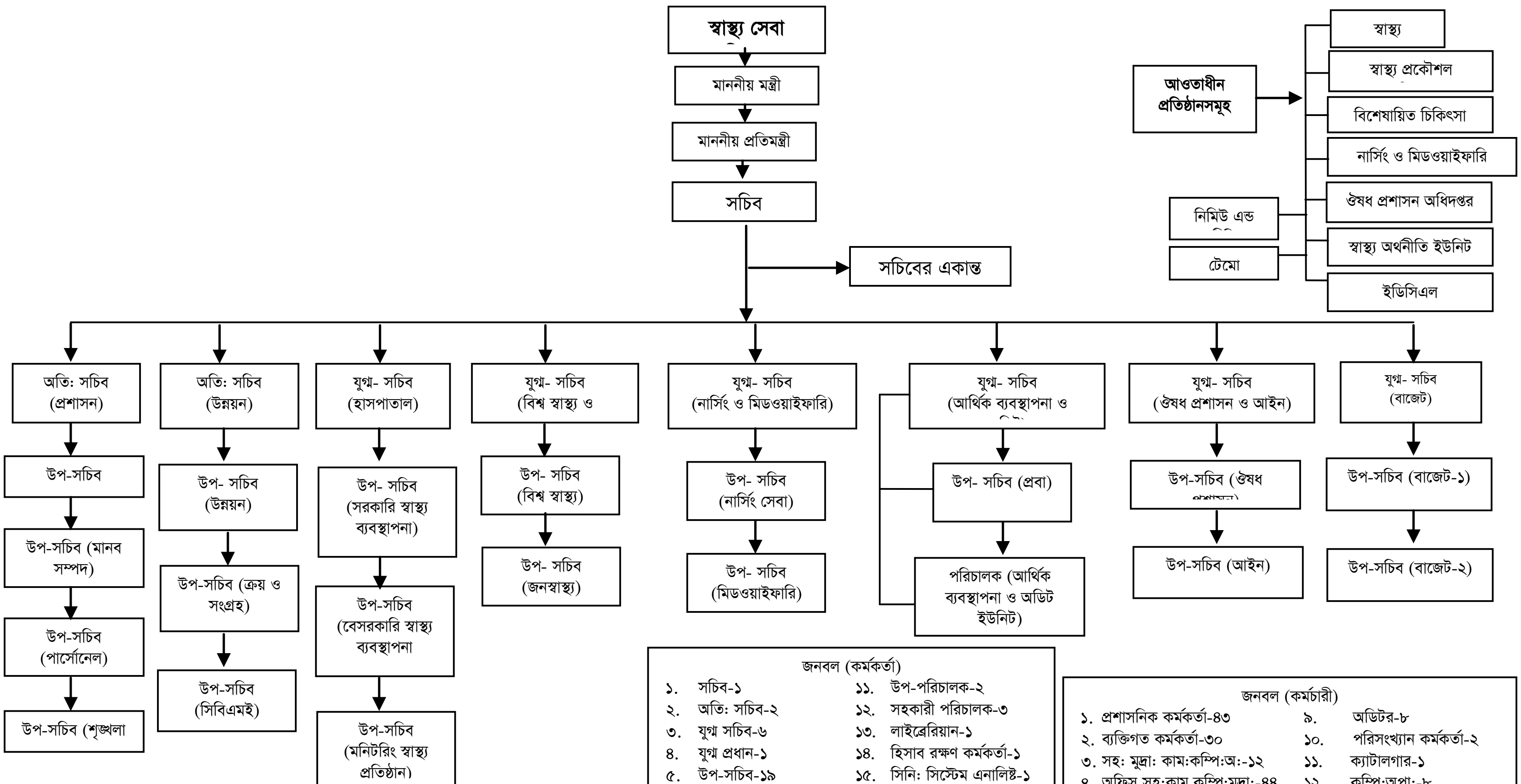

জনবল (কর্মকর্তা)

১. সচিব-১
২. অতি: সচিব-২
৩. যুগ্ম সচিব-৬
৪. যুগ্ম প্রধান-১
৫. উপ-সচিব-১৯
৬. উপ-প্রধান-১
৭. সচিবের একান্ত সচিব-১
৮. সিনি:/সহ: সচিব-৭৩
৯. সিনি:/সহ: প্রধান-১০
১০. পরিচালক-১
১১. উপ-পরিচালক-২
১২. সহকারী পরিচালক-৩
১৩. লাইব্রেরিয়ান-১
১৪. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা-১
১৫. সিনি: সিস্টেম এনালিষ্ট-১
১৬. সিনি: প্রোগ্রামার-১
১৭. প্রোগ্রামার-১
১৮. সহ: প্রোগ্রামার-২
১৯. মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:-১
২০. সহ: মে: ইঞ্জি-১

মোট= ৯৯

জনবল (কর্মচারী)

১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা-৪৩
২. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-৩০
৩. সহ: মুদ্রা: কাম:কম্পি:অ:-১২
৪. অফিস সহ:কাম কম্পি:মুদ্রা:-৪৪
৫. হিসাব রক্ষক-১
৬. সহ: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা-২
৭. ক্যাশিয়ার-১
৮. অডিট সুপার-৪
৯. অডিটর-৮
১০. পরিসংখ্যান কর্মকর্তা-২
১১. ক্যাটালগার-১
১২. কম্পি:অপা:-৮
১৩. ক্যাশ সরকার-১
১৪. স্টেনো:কাম কম্পি: অপা:-১
১৫ অফিস সহায়ক-৬৯

মোট= ২২৫

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর সাংগঠনিক কাঠামো

কার্যপরিধি

১. পরিবার পরিকল্পনা, চিকিৎসা শিক্ষা, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী, দেশজ, হোমিওপ্যাথিক, ফার্মাসিউটিক্যাল, ম্যাটস ও আইএইসটি, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার যন্ত্র বিষয়ক নীতি, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;
২. বিএমডিসি, এসএমএফ, বিএমআরসি, বিএনএমসি সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং মেডিকেল, ডেন্টাল, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী পেশাদার এবং বিকল্প চিকিৎসক কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
৩. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে জাতীয় ও সামাজিক পর্যায়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা প্রদান;

কার্যপরিধি

৪. জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ ক্রয়, মজুদ এবং বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
৫. স্বাস্থ্য শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, নিমিউ এন্ড টিসি, টেমো এবং অধীনস্থ অন্যান্য দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি;
৬. বিভাগের সম্পত্তি, আইন, বাজেট, পরিসংখ্যান, ফিস ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

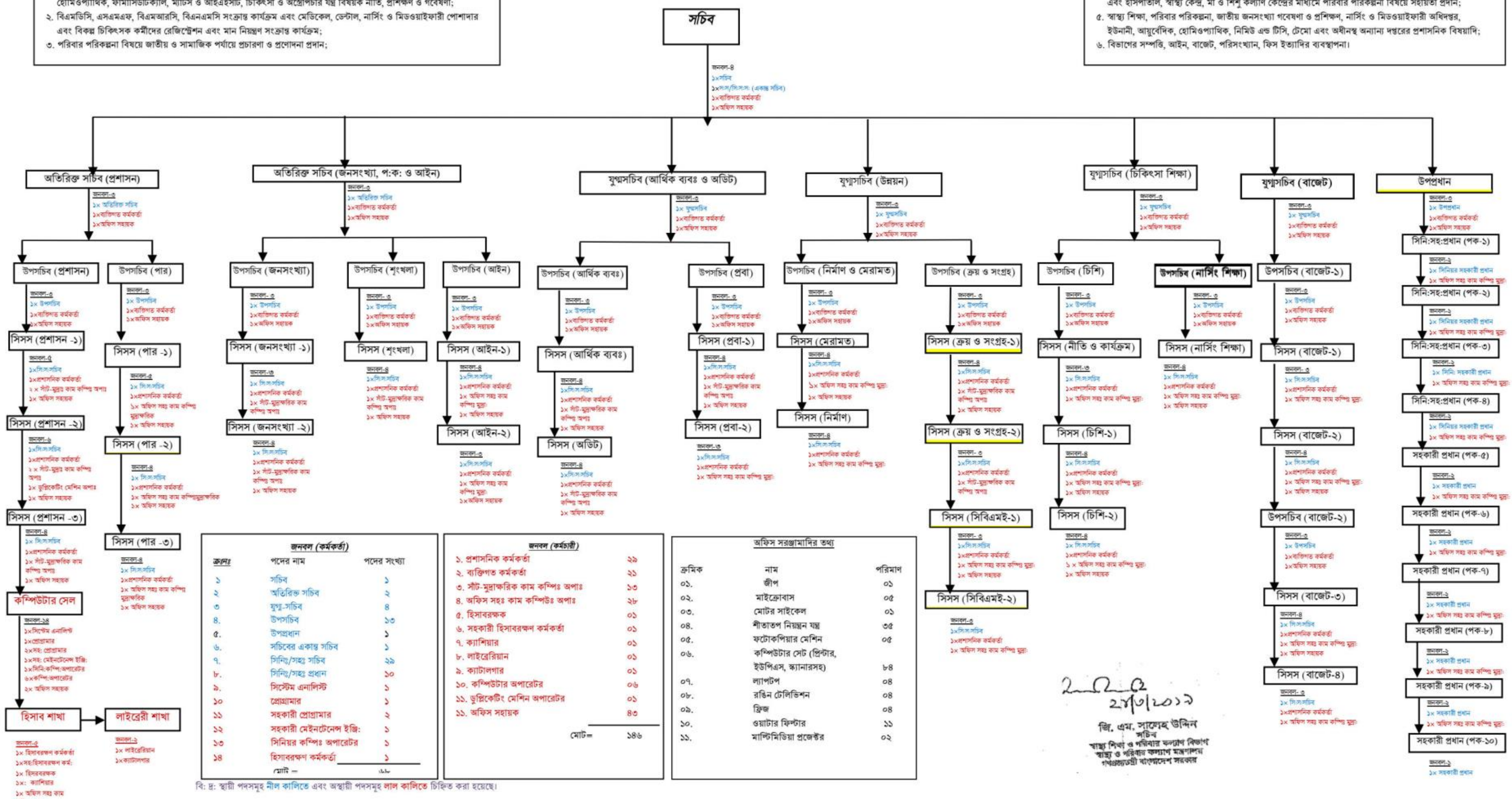

জনবল (কর্মকর্তা)

ক্রঃনং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
১	সচিব	১
২	অতিরিক্ত সচিব	২
৩	যুগ্ম-সচিব	৪
৪.	উপসচিব	১৩
৫.	উপপ্রধান	১
৬.	সচিবের একান্ত সচিব	১
৭.	সিনিঃ/সহঃ সচিব	২৯
৮.	সিনিঃ/সহঃ প্রধান	১০
৯.	সিস্টেম এনালিস্ট	১
১০	প্রোগ্রামার	১
১১	সহকারী প্রোগ্রামার	২
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জি:	১
১৩	সিনিয়র কম্পিঃ অপারেটর	১
১৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
	মোট =	৬৮

জনবল (কর্মচারী)

১. প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯
২. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১
৩. সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিঃ অপাঃ	১৩
৪. অফিস সহঃ কাম কম্পিউঃ অপাঃ	২৮
৫. হিসাবরক্ষক	০১
৬. সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১
৭. ক্যাশিয়ার	০১
৮. লাইব্রেরিয়ান	০১
৯. ক্যাটালগার	০১
১০. কম্পিউটার অপারেটর	০৬
১১. ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	০১
১১. অফিস সহায়ক	৪৩
মোট=	১৪৬

অফিস সরঞ্জামাদির তথ্য

ক্রমিক	নাম	পরিমাণ
০১.	জীপ	০১
০২.	মাইক্রোবাস	০৫
০৩.	মোটর সাইকেল	০১
০৪.	শীতাতপ নিয়ন্ত্রন যন্ত্র	৩৫
০৫.	ফটোকপিয়ার মেশিন	০৫
০৬.	কম্পিউটার সেট (প্রিন্টার, ইউপিএস, স্ক্যানারসহ)	৮৪
০৭.	ল্যাপটপ	০৪
০৮.	রঙিন টেলিভিশন	০৪
০৯.	ফ্রিজ	০৪
১০.	ওয়াটার ফিল্টার	১১
১১.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	০২

বি: দ্র: স্থায়ী পদসমূহ নীল কালিতে এবং অস্থায়ী পদসমূহ লাল কালিতে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জি. এম. সালেহ উদ্দিন
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ :

- জাতি-ধর্ম-গোত্র-শ্রেণী-লিঙ্গ-প্রতিবন্ধী-ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ;
- সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ;
- সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সেবা, গ্রাহক কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য সেবার সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিস্তৃতকরণ, মানোন্নয়ন এবং বিদ্যমান সম্পদের প্রাধিকার পুনর্বণ্টন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- স্বাস্থ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় পরিবার কল্যাণ কার্যক্রম ও পুষ্টি কার্যক্রম এর সমন্বয়সাধন;
- রোগীদের বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ :

- পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- চিকিৎসা, দন্ত, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং অল্টারনেটিভ মেডিকেল এডুকেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- রেজিস্ট্রেশন এবং মান নিয়ন্ত্রণ;
- জন্ম নিরোধক সামগ্রী ক্রয়, গুদামজাতকরণ/সংরক্ষণ, সরবরাহকরণ এবং পরিবার পরিকল্পনায় এ সকল সামগ্রী ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান;
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র এর মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা সেবাসমূহ সরবরাহ করা;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কর্যক্রম গ্রহণ করা;
- শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা এবং বিকল্প চিকিৎসা সেবা বাস্তবায়ন করা।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ :

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১.শিশু মৃত্যুর হার (৫ বছরের নীচে)	১, ৫	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৪৩	৪৬	৪১.৫	৪১.৫	৪০	৩৮.৫	৩৭
২. মাতৃ মৃত্যুর হার	১, ২, ৫	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	১.৪	১.৭৬	১.৩৭	১.৪	১.৩৫	১.৩০	১.২৫
৩. দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	১	প্রতি একশত	৪৭	৪২.১	৫০	৫০	৫৫	৬০	৬৫
৪.মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	২	প্রতি মহিলা	২.১৫	২.৩	২.১০	২.১	২.০৫	২.০৫	২.০
৫.শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নীচে)	৫	প্রতি একশত	৩২	৩৬.১	৩০	৩০	২৮	২৬	১০০
৬. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতা সম্প্রসারণ	১	শতকরা হার	৮৪	৮২.৩	৮৭	৮৭	৯০	৯৩	১০০

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগঃ

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	মধ্যমেয়াদী লক্ষ্যমাত্রা		
			২০১৭-১৮		২০১৮-১৯		২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. শিশু মৃত্যু হার (৫ বছরের নীচে)	২.৩	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	৪১.৫	৩১	৪০	৩১	৩০.৮	৩০.৭	৩০.৫
২. মাতৃ মৃত্যু হার	২.৩	ঐ	১.৪০	১.৭২	১.৩৫	১.৭২	১.৬৫	১.৫৫	১.০৫
৩. দক্ষ জন্মদান সহায়তাকারীর মাধ্যমে প্রসব	৩.৪	প্রতি এক শত	৫০	৭২.৩	৫৫	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬
৪. মোট প্রজনন হার (টিএফআর)	১.২৩	প্রতি মহিলা	২.১০	২.০৫	২.০৫	২.৫৫	২.০৩	২.০১	২.০
৫. শিশুদের অপুষ্টি (৫ বছরের নীচে)	৩	প্রতি এক শত	৩০	৩৬.১	২৮	৩২.৮	৩১	২৮	২৫
৬. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচীর আওতা সম্প্রসারণ	৩	শতকরা হার	৮৭	৭৩.৩	৯০	৮৭	৯০	৯৩	৯৫

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়
১	২	৩	৪
১	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা	৫৭৩৩৪	৫৫৩৩৫
২	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	৬৬০০	৬৪৯৫
৩	কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা	৩২৯৩	৩৩২৫
৪	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ	২৩৪৯	২২৭০
৫	ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ	৮৩৩৬	৮০২৩
৬	জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা	৫১৩৫	৪৬৬০

১	২	৩	৪
৭	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া	৪৫০৬	৪৪২৩
৮	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা	৬৫৭৫	৬৬১৩
৯	মানসিক হাসপাতাল, পাবনা	১৭০৮	১৫৬৬
১০	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, সিলেট	২৬৭৮	২৬৩২
১১	শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল	৫৪১৫	৫১১৩
১২	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম	২৯১৪	২৪৪০
১৩	সিভিল সার্জন, খাগড়াছড়ি	৪১৬	৩০৫
১৪	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	৫৪৪৮	৫২৯৬
১৫	রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর	২৪৭০	২৩৭৪
১৬	রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী	৬৪১৫	৬৪৪৫
১৭	জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা	৭০১০	৬৯৬৭
১৮	রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর	৭১৩৩	৬৯২৮
১৯	জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর), ঢাকা	৫১৩২	৪৭৯৭
২০	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল, ঢাকা	৫১৪৯	৫৭০১
২১	ঢাকা ডেন্টাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	১৯৩৭	১৯৪৭
২২	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা	১৭৩৪	১৬৫০
২৩	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর	২৮০২	২৩৯৫
২৪	শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর	১৮৮৩	১৬৯৪
২৫	দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুর	১৬৫২	১৫৯৪
২৬	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	১৫০০০	১৫৬৩২
২৭	কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা	৩৩৪৮	৩৩৭৫
২৮	ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল, ফরিদপুর	৩৫০০	৩২৮১
২৯	৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ	২৬৮৮	১৯৯২
৩০	সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট	৭২৪১	৬৭৯৭
৩১	শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজ, বরিশাল	২০৯০	১৬৯৯
৩২	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ	৭৫৩	৭৩০
৩৩	খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা	১৭০২	১৭৮৬
৩৪	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা	১৬০৯৮	১৫৬৩৭
৩৫	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম	৬৯৫৭	৬৯৮৫
৩৬	খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা	২৩৩৫	২২৭৬
৩৭	শিশু মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা	২২৫০	২২৫০
	মোট =	২১৯৯৮৬	২১৩৪২৮

অডিটের আইনগত ভিত্তি : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নির্বাচিত অডিটি ইউনিটের মোট বরাদ্দ ছিল ২১৯৯.৮৬ কোটি টাকা। নির্বাচিত অডিটি ইউনিটের বিপরীতে মোট ব্যয় হয়েছে ২১৩৪.২৮ কোটি টাকা। এ ব্যয় বরাদ্দের ৯৭.০২% ।
- মূলত দু'টি উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত বরাদ্দ ভিত্তিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়, তা হল নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থবছরের নিয়মানুগ নিরীক্ষা সম্পন্ন করা। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর অধীন অফিসসমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বরাদ্দের বিপরীতে সংঘটিত ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা। প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব আয়সমূহ নিরীক্ষার আওতাভুক্ত।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু :

- সকল প্রকার লেনদেন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- Financial Rules and Regulations মোতাবেক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা যাচাই;
- Delegation of Financial Power;
- Table of Organization and Equipment (TO & E);
- এনবিআর কর্তৃক জারিকৃত আয়কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত আদেশ;
- চার্টার অব ডিউটিস।

অডিট কৌশল :

প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের বিধি-বিধান সংগৃহীত তথ্যাবলি হতে ঝুঁকি নির্ধারণসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা এবং অডিট পরিকল্পনা প্রণয়ন করে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম চলাকালীন প্রয়োজনীয় Working Paper তৈরি/সংরক্ষণ করে পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতায় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনপূর্বক অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গৃহীতব্য পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও আলোচনা
- বাস্তব যাচাই
- ঘটনা সমীক্ষা
- কাজ সমীক্ষা
- তথ্য বিশ্লেষণ
- Judgemental Sampling

অডিট সময়কাল :

ডিসেম্বর/২০১৭ খ্রিঃ থেকে মার্চ/২০১৮ খ্রিঃ।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। উত্থাপিত অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ১৩টি অডিট অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৮,৯৪,৮৬,৯৩১.০০ (আটাশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত একত্রিশ) টাকা যা মোট বরাদ্দের ১.৩২%। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- সরকারি অর্থব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সরকারি অর্থের অপচয়;
- রাজস্ব প্রাপ্তিসহ অন্যান্য বিবিধ প্রাপ্তি সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- পিপিআরসহ সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা;
- ক্রয়কৃত মেডিকেল যন্ত্রপাতি/মালামাল ব্যবহার না করায় স্বাস্থ্য সেবা বিঘ্নিত হওয়া;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত হার ও বাজার মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ মূল্যে এমএসআর ক্রয় করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

CMSD	Central Medical Store Depot
CT	Computed Tomography
EDCL	Essential Drugs Company Limited
GFR	General Financial Rules
IPH	Institute of Public Health
MSR	Medical and Surgical Requisites
NITOR	National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation
PMBM	Public Money and Budget Management
PPA	Public Procurement Act
PPR	Public Procurement Rules
PVC	Polyvinyl Chloride
VAT	Value Added Tax

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনু: নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল এর উৎপাদিত পণ্য থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যে বেসরকারি কোম্পানির নিকট হতে এমএসআর ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১,৬৩,৩৪,৫৬০.০০
২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২,৬৪,৩৪,৭৬০.০০
৩.	পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধিত বিলের ওপর উৎসে আয়কর যথাযথভাবে কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৭০,০২,৯৬৩.০০
৪.	পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধিত বিলের ওপর উৎসে মূসক যথাযথভাবে কর্তন না করায় আর্থিক ক্ষতি যা মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদসহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য	৫৩,৬১,৪৫৫.০০
৫.	বিবিধ প্রাপ্তি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি	২১,৯১,৬৩৫.০০
৬.	বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চাহিদাপত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৫,০৮,২৯,৩৩৩.০০
৭.	চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মেরামত না করে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করায় আর্থিক ক্ষতি	১,১৫,৬৮,৮০০.০০
৮.	প্রকৃত ভর্তিকৃত রোগীর তুলনায় প্রাপ্যতার অধিক পথ্য সরবরাহ ও অতিরিক্ত মূল্যে পথ্য ক্রয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪৫,৫৭,৯৮১.০০
৯.	হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪০,৮১,৩০১.০০
১০.	প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভবনের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ না করে অনিয়মিতভাবে নিটোর কর্তৃক পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৩,০৩,৩২,৬৬১. ০০
১১.	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় পণ্য বিক্রয় বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২৫,৫৩,০০০.০০
১২.	বিভিন্ন খাত হতে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৪৮,৪০,৮০২.০০
১৩.	ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২,৩৩,৯৭,৬৮০.০০
	মোট =	**২৮,৯৪,৮৬,৯৩১.০০**
	কথায়: আটাশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার নয়শত একত্রিশ টাকা	

অডিট অনুচ্ছেদসমুহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

শিরোনাম : জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল এর উৎপাদিত পণ্য থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যে বেসরকারি কোম্পানির নিকট হতে এমএসআর ক্রয় করায় সরকারের ১,৬৩,৩৪,৫৬০.০০ (এক কোটি তেষট্টি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০১টি সিভিল সার্জন অফিস, ০১টি সদর হাসপাতাল এবং ০২টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার ও বিল রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল এর উৎপাদিত পণ্য থাকা সত্ত্বেও উচ্চ মূল্যে বেসরকারি কোম্পানির নিকট হতে এমএসআর ক্রয় করায় সরকারের ১,৬৩,৩৪,৫৬০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল এর উৎপাদিত পণ্য থাকা সত্ত্বেও জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট/ইডিসিএল হতে এমএসআর ক্রয় না করে ২ থেকে ১৮ গুন উচ্চ মূল্যে বেসরকারি কোম্পানির নিকট হতে বিধি বহির্ভূতভাবে এমএসআর পণ্য ক্রয় করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-স্বাপকম/হাস-২/বিবিধ-৫৩/২০২/১৪৬২ মোতাবেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহকে ইডিসিএল থেকে ১০০% ঔষধ ক্রয় করতে হবে মর্মে নির্দেশনা রয়েছে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা উপেক্ষা করে সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে নির্ধারিত স্বল্প মূল্যে পণ্য ক্রয় না করে অন্য কোম্পানি/সংস্থার নিকট হতে উচ্চ মূল্যে পণ্য ক্রয় করায় ১,৬৩,৩৪,৫৬০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ১(১)-১(১২) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ২-১৫)]

অনিয়মের কারণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৭-১০-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-স্বাপক/হাস-২/বিবিধ-৫৩/২০০২/১৪৬২ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল কর্তৃক চাহিদা মোতাবেক ঔষধ সরবরাহ করতে না পারায় প্রয়োজনে দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ইডিসিএল ও জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট কর্তৃক তাদের উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের অপারগতা সম্পর্কিত প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।
- ঔষধগুলো অতিরিক্ত জরুরি কিনা, স্টকে মজুদ আছে কিনা তা নিশ্চিত নয়। তাছাড়া ঔষধসমূহ জরুরি হলে পূর্বেই জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএলকে ইনডেন্ট/চাহিদা প্রদান করা আবশ্যক ছিল। যথাসময়ে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

ও ইডিসিএল কে ইনডেন্ট/চাহিদা প্রদান না করে এবং মজুদ নিশ্চিত না হয়ে অযৌক্তিকভাবে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ইডিসিএল এর তালিকাভুক্ত উৎপাদিত পণ্য বেসরকারি ঠিকাদারের নিকট হতে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র এবং ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে সর্বশেষ তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

শিরোনাম: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা আদায় না করায় সরকারের ২,৬৪,৩৪,৭৬০.০০ (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাতশত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০২টি মেডিকেল কলেজ ও ০১টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ০১টি জেনারেল হাসপাতাল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বিল/রেজিস্টার ও বাসা বরাদ্দপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা আদায় না করায় সরকারের ২,৬৪,৩৪,৭৬০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর স্মারক নং সি,ডি/ডিএ-২/১(৪)/৮৪-১১৬, তারিখ: ৩০/০৪/১৯৮৬ খ্রি: মোতাবেক ডরমেটরিতে বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের একক কক্ষে বসবাসের জন্য তাঁদের আহরিত বাড়ি ভাড়া ভাতার ২৫% হারে এবং একক সিটের জন্য আহরিত বাড়িভাড়া ভাতার ১০% হারে কর্তনযোগ্য।
- জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১৭(২) মোতাবেক সরকারি বাসায় বসবাসরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন বাড়ি ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন না।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উপরোক্ত বিধিমালা পরিপালন করা হয়নি।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ২(১)-২(১০) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১৬-৩৭)]।

অনিয়মের কারণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর স্মারক নং সি,ডি/ডিএ-২/১(৪)/৮৪-১১৬, তারিখ: ৩০/০৪/১৯৮৬ খ্রি:, অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি (বাস্ত)-৪/বা:ভা:/জি/৪৩/৮২-৩৮/ (১০০), তারিখ: ০৪/০৮/১৯৮৮ খ্রি: ও জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১৭(২) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জবাবে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জানায় যে, সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করে অনুচ্ছেদে বর্ণিত টাকা আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- জবাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জানানো হয় যে, নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। জাতীয় বেতন স্কেলের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি বাসায় পরিবারসহ বসবাস করলে বাসা ভাড়া ভাতা প্রাপ্য নয় এবং গৃহীত সমুদয় বাসা ভাড়া ভাতা আদায় করা আবশ্যক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র এবং ৩০/০১/২০২০ খ্রি: তারিখে সর্বশেষ তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

শিরোনাম: পণ্য/ মালামাল সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধিত বিলের ওপর উৎসে আয়কর যথাযথভাবে কর্তন না করায় সরকারের ৭০,০২,৯৬৩.০০ (সত্তর লক্ষ দুই হাজার নয়শত তেষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ:

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১১টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০৩টি মেডিকেল কলেজ, ০৩টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ০১টি সদর হাসপাতাল, ০১টি মানসিক হাসপাতাল, ০১টি সিভিল সার্জন অফিস এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল রেজিস্টার ও আয়কর রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধিত বিলের উপর উৎসে আয়কর যথাযথভাবে কর্তন না করায় সরকারের ৭০,০২,৯৬৩.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশোধিত বিল/ভাউচার ও রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে নিম্নলিখিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়-

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর-
    - ধারা ৫২ অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ, উৎপাদন, প্রিন্টিং, প্যাকেজিং বা বাইন্ডিং কাজের ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ৩%, ২০ লক্ষ হতে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ৪% এবং ১ কোটি টাকার ঊর্দ্ধে পরিশোধের ক্ষেত্রে ৫% হারে উৎসে কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
    - ধারা ৫২এ অনুযায়ী পরিবহন সেবার বিপরীতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
    - ধারা ৫২এএ অনুযায়ী গাড়ী মেরামত ও সংরক্ষণ বিলের বিপরীতে ৬% হারে, আউটসোর্সিং ঠিকাদারের বিলের বিপরীতে ১০% হারে, কনসালটেন্সি ফি এর বিপরীতে ১০% হারে, সম্মানী ভাতার উপর ১০% হারে, লাইসেন্স ফি আদায়ের উপর ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আদায়ের ক্ষেত্রে ১০% হারে, ২৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত অর্থের ক্ষেত্রে ১২% হারে এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপন বিলের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ এর উপধারা ১(বি) মোতাবেক কর্তনকৃত আয়কর নির্ধারিত সময়ে সরকারি খাতে জমা না করায় উল্লিখিত টাকার উপর মাসিক ২% হারে অতিরিক্ত করসহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উপরিউক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করায় সরকারের ৭০,০২,৯৬৩.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ৩(১)-৩(৩৩) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ৩৮-৮৩)]।

অনিয়মের কারণ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ ও বিধি ১৬, ধারা ৫২এ, ধারা ৫২এএ এর আদেশ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে কম কর্তনকৃত আয়কর কর্তন করে সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত করে অডিটকে জানানো হবে।
- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বর্ণিত আদেশসমূহের লঙ্ঘন করে উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র এবং ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অথবা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করত প্রমাণক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪

শিরোনামঃ পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিপরীতে পরিশোধিত বিলের ওপর উৎসে মূসক যথাযথভাবে কর্তন না করায় ৫৩,৬১,৪৫৫.০০ (তিপ্পান্ন লক্ষ একষট্টি হাজার চারশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি যা মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদসহ সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৯টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০৩টি মেডিকেল কলেজ, ০২টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ০১টি জেনারেল হাসপাতাল, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা, ০১টি মানসিক হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী ও ০১টি সিভিল সার্জন অফিস এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল-ভাউচার ও মূসক রেজিস্টার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্য/মালামাল সরবরাহের বিপরীতে যথাযথভাবে মূসক কর্তন না করায় ৫৩,৬১,৪৫৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৬, তারিখ: ০২-০৬-১৬ খ্রিঃ অনুসারে সেবা কোড এস ০৭৪.০০ এর আওতাধীন স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত ভাড়ার ওপর ১৫% হারে, সেবা কোড এস ০০৪.০০ এর বিপরীতে নির্মাণ কাজের বিল হতে ৬% হারে, সেবা কোড এস-০২৪.০০ মোতাবেক আসবাবপত্র ক্রয় বিলে উৎপাদন পর্যায়ে ৬% হারে এবং বিপণন পর্যায়ে ৪% অর্থাৎ মোট ১০% হারে, সেবা কোড এস-০৩১.০০ মোতাবেক যন্ত্রপাতি ও মেশিন মেরামত/সার্ভিসিং বিলের ওপর ১৫% হারে, সেবা কোড এস-০০৮.১০ মোতাবেক ছাপার কাজের বিপরীতে ১৫% হারে, সেবা কোড এস-০৩২.০০ মোতাবেক ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার ও টেকনিশিয়ানদের প্রদত্ত বিল হতে ১৫% হারে, টেন্ডার কমিটির সদস্যগণের প্রদেয় সম্মানি সেবা কোড এস ০৯৯.০০ এর আওতাধীন 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' এর আওতাভুক্ত হওয়ায় এক্ষেত্রে ১৫% হারে, সেবা কোড এস ০৯৯.২০ মোতাবেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ধোলাই এর ক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল হতে ১৫% হারে, খাদ্য ও পানীয় পরীক্ষার ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে ১৫% হারে মূসক কর্তনযোগ্য।
- মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা ৩ মোতাবেক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তনকারী কর্তৃক মূসক কর্তন করা না হলে বা প্রদেয় কর নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ বা সরকারি কোষাগারে জমা করতে ব্যর্থ হলে নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিবস হতে অপরিশোধিত পরিমাণের উপর মাসিক ২% হারে দণ্ডসুদ আদায় করতে হবে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত হার মোতাবেক যথাযথভাবে মূসক কর্তন না করায় সরকারের ৫৩,৬১,৪৫৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ৪(১)-৪(২৮) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ৮৪-১১১)] ।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নম্বর-০৬/মূসক/২০১৬ তারিখ ০২-০৬-১৬ খ্রিঃ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে কম কর্তনকৃত ভ্যাট কর্তন করে সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত করে অডিট অধিদপ্তরকে জানানো হবে।
- নথিপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ লঙ্ঘন করে উৎসে মূসক কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র এবং ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় তাগিদ পত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অর্থ অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার অথবা দায়ী ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করত প্রমাণক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

শিরেনাম: বিবিধ প্রাপ্তি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২১,৯১,৬৩৫.০০ (একুশ লক্ষ একানব্বই হাজার ছয়শত পঁয়ত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাসপাতালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থাপনা ভাড়া প্রদানের চুক্তিপত্র ও ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবিধ প্রাপ্তি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ২১,৯১,৬৩৫.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডাক্তারগণের নিকট হতে লাইসেন্স ফি/ নবায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত ১৯,১১,০০৫.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে অগ্রণী ব্যাংকে তাদের নিজস্ব হিসাব নম্বর-০২০০০০২৪১৮৪৬০ তে জমা রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর অভ্যন্তরে অগ্রণী ব্যাংকের ভাড়া ও বিদুৎ বিল বাবদ আদায়কৃত ২,৮০,৬৩০.০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- বাংলাদেশ ট্রেজারি রুলস ৭(১) মোতাবেক যে কোন নগদ প্রাপ্তি অনতিবিলম্বে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেজারি রুলসের বিধি-৭(১) লঙ্ঘন করে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কর্তৃক গৃহীত অর্থ কোনভাবেই ব্যক্তিগত বা বিভাগীয় প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ৫ {৫(১)-৫(২)} সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১১২-১১৩)]।

অনিয়মের কারণ :

ট্রেজারি রুলস ৭(১) **এর লঙ্ঘন**।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

অনুচ্ছেদে বর্ণিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। ফলে বিবিধ প্রাপ্তি বাবদ আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অবহিত করা আবশ্যক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র ৩০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

শিরেনাম: বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চাহিদাপত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৫,০৮,২৯,৩৩৩.০০ (পনের কোটি আট লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০১টি মেডিকেল কলেজ ও ০১টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ইনচার্জদের চাহিদা, মূল স্টোরের মজুদ বই, সাব-স্টোর লেজার, স্টক বই, মেইন অর্ডার বুক ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের চাহিদাপত্র না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সরকারের ১৫,০৮,২৯,৩৩৩.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যতীত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের চাহিদা বহির্ভূত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়। যে উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি বরং সরকারি অর্থের ক্ষতি এবং অপচয় করা হয়েছে। সরকারি তহবিল হতে অর্থ ব্যয়ে কিংবা ব্যয়ের অনুমতি প্রদানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা আর্থিক যথার্থতার মানদণ্ড দ্বারা পরিচালিত হবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। অধিকাংশ হাসপাতালে মূল্যবান যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলেও সিএমএসডি হতে তা স্থাপন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ফলে Need Assesment ব্যতীত মালামাল সরবরাহ করায় তা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।
- [পরিশিষ্ট: ৬(১)-৬(১৩) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১১৪-১২৫)]।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১৬ এর লঙ্ঘন।
- জিএফআর-১০ এর লঙ্ঘন।
- মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন হাসপাতালসমূহ এবং সিএমএসডি'র মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি/অভাব ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জানায় যে, সিএমএসডি এবং মেশিন সরবরাহকারীর সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে। শীঘ্রই মেশিনটি Installation হবে মর্মে আশা করা যায়।
- খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জানায় যে, মালামালগুলো সিএমএসডি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে। এ অফিসের কোন ক্রয় পরিকল্পনা ছিল না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে।
- সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রংপুর মেডিকেল কলেজ জানায় যে, সিএমএসডি কর্তৃক বছরের প্রথমে চাহিদা না নিয়ে যন্ত্রগুলো ক্রয় করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। কিন্তু সিএমএসডি কর্তৃক পরবর্তীতে প্রতিস্থাপন না করায় যন্ত্রগুলো অব্যবহৃত রয়েছে।
- রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল জানায় যে, মেশিনটি স্থাপনের জন্য কয়েকবার সিএমএসডি কে তাগাদা দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, খুব শীঘ্রই এটা ইনস্টল করা সম্ভব হবে এবং রোগীগণ প্রয়োজনীয় সেবা পাবেন।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় হাসপাতালসমূহের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও সিএমএসডি কর্তৃক যন্ত্রপাতিসমূহ সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোতে জোরপূর্বক পুশইন করায় এবং যন্ত্রপাতিসমূহ অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকায় বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থের অপচয় হয়েছে।
- মেশিনসমূহ পরিচালনার জন্য কোন জনবল ও অবকাঠামো না থাকায় অধিকাংশ মেশিন/ যন্ত্রপাতি অকেজো অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ফলে যন্ত্রপাতিসমূহ গুণগত মান নষ্ট হয়ে প্রায় ধ্বংসের পথে। তাছাড়া রোগীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- চাহিদা ব্যতিরেকে সরবরাহকৃত মালামালসমূহ স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যবহার না করার বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধানের মাধ্যমে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

শিরেনাম: চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মেরামত না করে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করায় ১,১৫,৬৮,৮০০.০০ (এক কোটি পনের লক্ষ আটষট্টি হাজার আটশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল/ভাউচার, বিল রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে মেরামত না করে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করায় ১,১৫,৬৮,৮০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- 64 Slice CT Scan Machine (Model-Scenaria) টি ০২-০৬-১১ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টলেশন করা হয় এবং ৫ বৎসরের ওয়ারেন্টি দেয়া হয়। সে মোতাবেক ০১-০৬-১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারেন্টি পিরিয়ড থাকে। চুক্তি মোতাবেক ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে যাবতীয় মেরামত কাজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করবে। তা সত্ত্বেও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করে বিল নম্বর ০১, তারিখ ১৩-০২-১৭খ্রিঃ এর মাধ্যমে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়।
- নিমিউ এন্ড টিসি এর স্মারক নম্বর ৮৬৮১, তারিখ: ২৯-৯-১৬ খ্রিঃ এর ৫ম লাইন মোতাবেক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেডিটেল (প্রা:) লি:-কে স্মারক নম্বর ৭৫৫১, তারিখ ২০-১-১৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেরামত কার্য সম্পাদনের জন্য মূল্য তালিকা সরবরাহ করার জন্য বলা হলেও তা সরবরাহ করেনি। এতে প্রতীয়মান হয় মেশিনটি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যেই নষ্ট হয়েছিল।
- অন্যদিকে মেশিনটি ২২-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মেরামত করার পর পুনরায় ৩০-০৯-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে নিরীক্ষাকাল পর্যন্ত অচল ছিল।

অনিয়মের কারণ :

- চুক্তির শর্ত মোতাবেক ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত না করা।
- ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে সরকারি অর্থ ব্যয়ে বর্ণিত মেশিনটি জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ঠিকাদার দ্বারা মেরামত করে অর্থ আত্মসাৎ করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

জবাব প্রদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের ভিতর উক্ত মেশিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত করে দেয়া বাধ্যতামূলক। তাই ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের মধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মেরামত না করায় এবং অন্য ঠিকাদার কর্তৃক মেরামত করায় মেরামত বাবদ ব্যয়িত টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি ও ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- চাহিদা ব্যতিরেকে সরবরাহকৃত মালামালসমূহ স্বাস্থ্য সেবা খাতে ব্যবহার না করার বিষয়টি অধিকতর অনুসন্ধানের মাধ্যমে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

শিরোনাম: প্রকৃত ভর্তিকৃত রোগীর তুলনায় প্রাপ্যতার অধিক পথ্য সরবরাহ ও অতিরিক্ত মূল্যে পথ্য ক্রয় করায় ৪৫,৫৭,৯৮১.০০ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার নয়শত একাশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও ০১টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকৃত ভর্তিকৃত রোগীর তুলনায় প্রাপ্যতার অধিক পথ্য সরবরাহ ও অতিরিক্ত মূল্যে পথ্য ক্রয় করায় সরকারের ৪৫,৫৭,৯৮১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ।

- রোগী ভর্তি ও পথ্য বিতরণ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত হাসপাতালসমূহে ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত রোগীর পথ্য সরবরাহ ও অতিরিক্ত মূল্যে পথ্য ক্রয় করায় ৪৫,৫৭,৯৮১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ৭(১)-৭(৪) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১২৬-১৩৫)]।

অনিয়মের কারণ :

- অনুমোদিত শয্যা সংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্যতার তুলনায় পথ্য ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় দেখিয়ে আত্মসাৎ করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতার কারণে যথাসময়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল একটি বড় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় প্রতিদিনই বেডের কয়েকগুন বেশি রোগী হাসপাতালে অবস্থান করে। সরকারি অর্থে হতদরিদ্র, অসহায় রোগীগণ যাতে যথাযথ সেবা পায় সেদিকেই সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। অডিটের পরামর্শ মোতাবেক পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, পথ্য বিভাগ হতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রতিদিন যত রোগীর পথ্য সরবরাহ করা হয় তা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রতি ওয়ার্ড থেকে দায়িত্বরত সিস্টার কর্তৃক চাহিদা স্লিপে পথ্য বুঝে পেয়েছে মর্মে স্বাক্ষর করে রাখেন বিধায় এখানে হিসাবে গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং রোগীর সংখ্যা বেশি দেখানোর সুযোগ নেই।
- জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয় যে, যাচাই বাছাই করে জবাব প্রদান করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাব প্রদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ভর্তি রেজিস্টার অনুযায়ী প্রকৃত ভর্তিকৃত রোগীর সংখ্যার ভিত্তিতেই পথ্য সরবরাহের বার্ষিক হিসাব করা হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে গরমিল থাকার কথা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে ভর্তিকৃত প্রকৃত রোগীর সংখ্যা ও ডায়েট চার্টের মধ্যে গরমিলের মাধ্যমে অতিরিক্ত পথ্য সরবরাহ দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে ।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি ও ৩০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

শিরেনাম: হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের ৪০,৮১,৩০১.০০ (চল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার তিনশত এক) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, চুক্তিপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হাসপাতালের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনার ভাড়া যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের ৪০,৮১,৩০১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ৮(১)-৮(৪) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১৩৬-১৪০)]

অনিয়মের কারণ :

চুক্তি অনুসারে যথাযথভাবে ভাড়া আদায় না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়টি সংশোধন করে ও ভাড়া প্রদানের চালানের কপি সংগ্রহ করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, ভাড়া আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, পরিপত্র অনুযায়ী সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাব প্রদানে বিরত থাকে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনাদায়ী অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিবিড় পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১০

শিরেনাম: প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভবনের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ না করে অনিয়মিতভাবে নিটোর কর্তৃক পরিশোধ করায় সরকারের ৩,০৩,৩২,৬৬১.০০ (তিন কোটি তিন লক্ষ বত্রিশ হাজার ছয়শত একষট্টি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় অর্থপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (নিটোর) এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, নিটোর প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ভবনের কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ না করে অনিয়মিতভাবে নিটোর কর্তৃক পরিশোধ করায় সরকারের ৩,০৩,৩২,৬৬১.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিটোর প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ মেসার্স জিকে বিল্ডার্স কর্তৃক বাস্তবায়নকালীন উক্ত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত পানির বিল বাবদ ১২,৬৮,৬৬১.০০ টাকা এবং বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২,৯০,৬৪,০০০.০০ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩,০৩,৩২,৬৬১.০০ টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ না করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়েছে।
- [পরিশিষ্ট: ৯(১)-৯(২), পৃষ্ঠা: ১৪২-১৪৩]।

অনিয়মের কারণ :

কনস্ট্রাকশন কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ না করে সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বিদ্যুৎ ও পানির বিলের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও পানির বিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি। ফলে উক্ত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১১

শিরেনাম: প্রকৃত উৎপাদন আপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় পণ্য বিক্রয় বাবদ সরকারের ২৫,৫৩,০০০.০০ (পঁচিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষায় ব্লাড ব্যাগ ও স্যালাইন ব্যাগের উৎপাদন হিসাব ও অন্যতম কাঁচামাল PVC Sheet এর সরবরাহ/ব্যবহার যাচাইকালে দেখা যায় যে, স্যালাইন ব্যাগ ও ব্ল্যাড ব্যাগের প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় পণ্য বিক্রয় বাবদ সরকারের ২৫,৫৩,০০০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্কিত সহগ (Co-efficient) মূসক-১ অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণ দ্বারা যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন হবার কথা তা অপেক্ষা কম উৎপাদন হওয়ায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদন অপচয়সহ যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে এক্ষেত্রে সে মানদণ্ড অনুসরণ করতে সক্ষম হয়নি। এছাড়াও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উৎপাদিত পণ্যে কী ধরনের কাঁচামাল কী পরিমাণ ব্যবহার করা হবে তা পূর্ব থেকেই ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট হতে সহগ অনুমোদন করার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
- [পরিশিষ্ট: ১০ সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১৪৪)]।

অনিয়মের কারণ :

- উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্কিত সহগ (Co-efficient) মূসক-১ এর লঙ্ঘন ।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সরকারের এ ধরণের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং রাজস্ব কর্মকর্তার নিকট হতে সহগ অনুমোদন করার বিধান থাকলেও তা পরিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বর্ণিত আপত্তির প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, উৎপাদনের অপচয় একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বর্ণিত আপত্তিতে প্রদর্শিত অপচয় নির্ধারিত মাত্রার মধ্যেই রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব মোতাবেক অপচয়ের নির্ধারিত মাত্রার কোন রেকর্ড পত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্কিত সহগের (Co-efficient) ভিত্তিতে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত সহগের ভিতরে অপচয়সহ সব ধরনের ঘাটতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাছাড়া জবাবে বর্ণিত অপচয় নির্ধারিত মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার বিষয়টি অনুমোদিত সহগ দ্বারা সমর্থিত নয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১২

শিরোনাম: বিভিন্ন খাত হতে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের ৪৮,৪০,৮০২.০০ (আটচল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশত দুই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইউজার ফি আদায় সংক্রান্ত রেজিস্টার, মানি রিসিট ও সরকারি কোষাগারে জমার রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিভিন্ন খাত হতে ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের ৪৮,৪০,৮০২.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

- বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ব্যবহৃত রি-এজেন্ট সঠিকভাবে ব্যবহার করা এবং উক্ত রি-এজেন্টের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার বিপরীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-স্বাকম/হাস-২/বিবিধ-২৭/২০০৪/১৫৫, তারিখ ০২-০৩-২০১০ খ্রি: তে বর্ণিত হার মোতাবেক যথাযথভাবে ইউজার ফি আদায়ের নির্দেশনা রয়েছে।
- [বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ১১(১)-১১(৯) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১৪৫-১৬৫)]।

অনিয়মের কারণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর -স্বাকম/হাস-২/বিবিধ-২৭/২০০৪/১৫৫, তারিখ ০২-০৩-২০১০ খ্রি: এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

বিষয়টি যাচাই করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ৪টি প্রতিষ্ঠানই জবাব প্রদান করে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- ইউজার ফি বাবদ আপত্তিতে বর্ণিত টাকা যথাযথভাবে আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে কম আদায়কৃত ইউজার ফি যথাযথভাবে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা হলে সরকারি ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেত এবং ঋণের সুদ প্রদানের প্রয়োজন হতো না।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রি: ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রি:, ০২-১০-২০১৮ খ্রি: ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রি: ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখে পুনরায় সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- দায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

শিরেনাম: ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করায় সরকারের ২,৩৩,৯৭,৬৮০.০০ (দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত আশি) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ০৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ০২টি মেডিকেল কলেজ, ১টি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, মানসিক হাসপাতাল এবং জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, মহাখালী, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিদ্যুৎ বিল, রেজিস্টার ও বেতন বিল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধযোগ্য বিদ্যুৎ বিল জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করায় সরকারের ২,৩৩,৯৭,৬৮০.০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট: ১২(১)-১২(১০) সংযুক্ত (পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৮১)]।

অনিয়মের কারণ :

আবাসিক বাসায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল ব্যক্তিগতভাবে পরিশোধ না করে সরকারি তহবিল হতে পরিশোধ করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব:

- জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট জবাবে জানায় যে, বর্ণিত বকেয়া আদায়পূর্বক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হবে।
- ইতোমধ্যে সরকারি বাসাটির এবং অত্র ভবনের অন্যান্য অফিসসমূহের আলাদা মিটার প্রতিস্থাপনের জন্য ডেসকো/পিডব্লিউডি কে পত্র দেয়া হয়েছে। এতদ্‌বিষয়ে যাচাই বাছাইপূর্বক ব্রডশিট জবাব প্রেরণ করা হবে।
- মানসিক হাসপাতাল, পাবনা জবাবে জানায় যে, বিদ্যুৎ অফিসের সাথে আলোচনা করে আলাদা মিটার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাব প্রদানে বিরত থাকে।
- কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট জবাবে জানায় যে, যাচাইপূর্বক উক্ত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে এবং আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষা অফিসকে জানানো হবে।
- রংপুর মেডিকেল কলেজ জবাবে জানায় যে, অডিটের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল জবাবে জানায় যে, যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য:

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। অনতিবিলম্বে বিদ্যুৎ বিলের বর্ণিত টাকা ব্যবহারকারী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ ও ০২-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৬-০৮-২০১৮ খ্রিঃ, ০২-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ০৭-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৩০-১০-২০১৮ খ্রিঃ ও ৩১-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র ও ৩০-০১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় সচিব মহোদয় বরাবর তাগিদপত্র জারি করা সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

এস এম রেজভী
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৩/০৬/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ ।